



278446 - তারা তাদের মায়ের চিকিৎসার জন্য ঋণ নিয়েছিল; পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার আগে তারা কিস্টে কিস্টে রাখতে দিবে?

প্রশ্ন

আমার পতির মৃত্যুর পর - আমরা আল্লাহর কাছে তার জন্য রহমত, ক্ষমা ও মাগফরাত প্রার্থনা করছি- আমরা পতি থেকে এক খণ্ড জমির ওয়ারশি হয়েছে; অন্য কোন নগদ অর্থের ওয়ারশি হইনি। পারিবারিক পরিস্থিতি ও আমাদের মায়ের অসুস্থতার কারণে - দোয়া করি মহান আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ যেন তাঁকে এভাবে নিরাময় করে দেন যেন তাঁর কোন রোগ না থাকে- আমাদেরকে ঋণ করতে হয়েছে। বিশেষতঃ বড় ভাই সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছেন। অবশিষ্ট ভাইদের কিস্টে ঋণ নলিও সটো বড় ভাইকে দিয়ে দিছি। কেননা তিনিই দায়িত্বশীল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- জমিটিকে বিক্রি করে মূল্য বণ্টন করার আগে আমরা কি ঋণের অর্থ বের করে নবি? এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারশিদের মাঝে বণ্টন করব? বড় ভাই কি ওয়ারশিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য গোপন রাখতে পারবে; এই আশংকা থেকে যে, অপর ভাইয়ের সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে। বিষয়টি কিছু ভাইদেরকে জানিয়ে এবং উকিলের কাছে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে? সর্বশেষে, আমরা আপনাদের কাছে আমার মায়ের সুস্থতার জন্য এবং আমার বাবার রহমত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দোয়া চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মায়ের যদি চিকিৎসার দরকার হয় এবং তাঁর যদি নিজস্ব সম্পত্তি না থাকে তাহলে সন্তানরো সামর্থ্যবান হলে তাদের উপর মায়ের চিকিৎসা করানো আবশ্যিক। কেননা চিকিৎসা ভরণ-পোষণের মধ্যে পড়ে। সামর্থ্যবান সন্তানের উপর মায়ের ভরণ-পোষণ দোয়া আবশ্যিক।

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' (৮/১৬৮) গ্রন্থে বলেন: “কারো পতিমাতা, সন্তান; ছলে হোক, ময়ে হোক গরীব হলে এবং ঐ ব্যক্তির কাছে তাদের ভরণ-পোষণ দায়ের মত সামর্থ্য থাকলে তাহলে তাদের ভরণ-পোষণ দায়ের জন্য তাকে বাধ্য করা হবে।

পতিমাতা ও সন্তানসন্ততির ভরণ-পোষণ দোয়া আবশ্যিক হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। কুরআনের দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও।”[সূরা



ত্বালাক, আয়াত: ৬] সন্তানরে দুগ্ধ পান করানোর খরচ পতির উপর আবশ্যিক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর পতির উপর কর্তব্য বধি মিতোতাবেকে মা-দরেককে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর আপনার রব আদেশে দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করত ও পতি-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করত।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩] তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার হচ্ছে- তাদের প্রয়োজন হলে তাদেরকে ভরণ-পোষণ দয়া।

সুন্নাহর দলিল হচ্ছে- হিন্দ এর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে উক্তি: “সামাজিক-প্রথা অনুযায়ী যতটুকু আপনার জন্য ও আপনার সন্তানরে জন্য যথেষ্ট আপনি ততটুকু গ্রহণ করুন।” [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এবং আয়শো (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম যা ভক্ষণ করে তা হলো তার নিজের উপার্জন। নিশ্চয় ব্যক্তি সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।” [সুনায়ে আবু দাউদ]

ইজমা এর দলিল: ইবনে মুনযরি বলেন: আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যে দরদির পতিমাতার উপার্জন নই, সম্পদও নই সন্তানরে সম্পদ থেকে তাদের ভরণ-পোষণ দয়া ফরয। এবং আমরা যে সকল আলমে থেকে ইল্ম সংরক্ষণ করছি তারা সকলে ইজমা তথা একমত হয়েছেন যে, যে সকল শিশু সন্তানরে সম্পদ নই পতির উপর তাদের ভরণ-পোষণ দয়া ফরয।

এবং কেননা কারো সন্তান তারই অংশ এবং সে তার পতিরই অংশ। তাই ব্যক্তি নিজের জন্য ও নিজ পরিবারের জন্য খরচ করা যমেন আবশ্যিক তমেনি তার অংশ ও মূলরে জন্যেও খরচ করা আবশ্যিক।” [সমাপ্ত]

দুই:

যদি সন্তানদের সম্পদ না থাকায় তারা মায়ের চিকিৎসার জন্য ঋণ করে: যদি তারা ঋণ ন্যোর সময় নয়িত করে যে, তারা এ ঋণ ফরোত নবি ও দাবী করবে তাহলে তারা ফরোত নতি পোরবে। মা সামর্থ্যবান হলে তারা যে ঋণ নিয়েছে মা থেকে সে ঋণ চাইতে পোরবে কথিবা মায়ের মৃত্যুর পর পরতিযক্ সম্পত্তি থেকে সেটো ফরোত নতি পোরবে। আর যদি তারা ফরোত নেওয়া ও দাবী করার নয়িত না করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে তারা স্বচ্ছায় ভাল কাজকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে তাদের দাবী করার অধিকার থাকবে না।

স্থায়ী কমটির ফতোয়া সমগ্ররে এসছে (১৬/২০৫):

আমার বাবার বয়স প্রায় ৭৫ বছর এর কাছাকাছি। তিনি এখনও জীবতি আছেন। তাঁর একটি মাটির ঘর আছে। ঘরটি পুরাতন এবং উপযুক্ত একটি স্থানে অবস্থতি। আমি ঘরটি ভেঙেগে নিজ খরচে সমিন্টে দিয়ে পুনরায় নির্মাণ করছি...। উত্তরে এসছে: “আপনি যা উল্লেখ করছেন যে, বাবার ঘর নির্মাণে আপনি খরচ করছেন যদি খরচ করার সময় আপনার মনে থেকে



থাকে য়ে, আপনিস্বচ্ছেছায় এটা খরচ করছনে: তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে এর প্রতদিন দবিনে; আপনি আপনার বাবার কাছে এটা ফরেত চাইতে পারবনে না। আর যদি আপনি ফরেত পাওয়ার নয়িতে খরচ করে থাকনে তাহলে আপনি ফরেত চাইতে পারনে।”[সমাপ্ত]

তনি:

বাবা থেকে ওয়ারশিসূত্রে প্রাপ্ত জমতি মায়রে য়ে অংশ সয়ে অংশ থেকে ঋণ ফরেত পাওয়ার ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করা হয় থেকে তাহলে পূর্বকোক্ত ব্যাখ্যামূলক বধিান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সম্পত্তি বণ্টন করার আগে সন্তানদরে অংশ থেকে ঋণ পরশিোধ করা উদ্দেশ্যে হয় থেকে তাহলে সয়ে তাদরে ব্যাপার এবং ঋণ গ্রহণকালে বড় ভাই এর নয়িতরে ব্যাপার। যদি তারা সকলে একমত হয় য়ে, সবাই মলি ঋণ পরশিোধ করবে এবং সম্পত্তি বণ্টনের আগে ঋণে অর্থ বরে করে নবি তাতে দোষরে কছি নহে।

আর যদি বড় ভাই বলে য়ে, তনি শুধু নিজি ঋণ করার নয়িত করছনে ভাইদরে থেকে ঋণ ফরেত পাওয়ার নয়িত করনেনি সক্ষেত্রে শুধু তার উপরই ঋণ পরশিোধরে দায়তি বর্তাবে; তবে যদি তার ভাইয়রো তার সাথে ঋণ পরশিোধে অংশীদার হতে সম্মত হয় সয়ে হতে পারে।

চার:

যহেতে ওয়ারশিরা সকলে প্রাপ্ত-বয়স্ক ও বুঝদার সূতরাং ওয়ারশিদরে কোন ব্যক্তরি অপর ওয়ারশিদরে থেকে পরতিযুক্ত সম্পত্তরি প্রকৃত পরমিাণ গোপন করার অধিকার নহে; হোক না সয়ে তার ভাইয়রো কর্তৃক সম্পত্তি নিষ্টি করার আশংকা করুক কথিবা না করুক।

আর ওয়ারশিদরে মধ্যে যদি কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকে তাহলে তার সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধায়করে দায়তিবে কথিবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত তার সম্পদরে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তরি কাছে থাকবে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।